ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছেরর এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মুল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগর প্রকল্পের সংখা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%)	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতি ক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা
১।	ধর্ম মন্ত্রণালয়	০১ টি	০১ টি	০০টি	০০টি	০০টি	০০টি	০০%	০০	০০

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ০১টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মোয়াদকালঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
“প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (১ম সংশোধিত)”।	**২৯১.২৬**	১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের চাহিদা যাচাই না করা।	প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের চাহিদা যাচাই পূর্বক প্রকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
নিয়মিত অডিট সম্পন্ন না হওয়া;	আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রকল্পে আর্থিক কার্যাবলী নিয়মিত অডিট করা।
প্রকল্পের কার্যক্রমকে ডাটা বেইজ কের সংরক্ষণ না করা;	প্রকল্পের কার্যক্রমকে ডাটা বেইজ করে সংরক্ষণ করা যা পরবর্তিতে কাজে ব্যবহার করা যায় এবং ওভারল্যাপিং পরিহারে সহায়তা করে।

“প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৭)

১. প্রকল্পের নাম: প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (১ম সংশোধিত)।

২. প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমী ক্ষা): বিনিয়োগ।

৩. অর্থায়নের উৎস:

৩.১ অর্থায়নের উৎস (জিওবি/প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন অন্যান্য): জিওবি।

৩.২ উন্নয়ন সহযোগী: নাই।

৪. উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী:

৪.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

৫. (ক) প্রকল্প অর্থায়ন, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত: (লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	* পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য (নিজস্ব)			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৩০২.৯৪	৩০২.৯৪	-	-	১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	০৪/০২/২০১৫ খ্রি:	-	-
সংশোধিত (১ম)	৩০২.৯৩	৩০২.৯৩	-	-	১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	০৫/০৬/২০১৭ খ্রি:	- ০.৯৬	-

৫.১। প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও বাস্তবায়ন সময়: (লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	মূল ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল অনুঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*	*(৭)*	*(৮)*
৩০২.৯৪	৩০২.৯৩	২৯১.২৬	১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭	- ০.৯৬%	-

(ক) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হার (%): - ০.৯৬%

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): নাই

৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয়বায়ন: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল:

(লক্ষ টাকায়)

খাতসমুহ (ডিপিপি অনুযায়ী)	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	৭.৬০	৮২ টি	৭.৬০ (১০০%)	৮২ টি (১০০%)
আসবাবপত্র	৫.১৭	৯০ টি	৫.১৭ (১০০%)	৯০টি (১০০%)
যানবাহন	৯.৮৩	০৬ টি	৯.৮৩ (১০০%)	০৬ টি (১০০%)
শিক্ষা কার্যক্রম	১২৬.৩৭	৬০০০ জন	১২৬.৩৩ (১০০%)	৬০০০ জন (১০০%)
প্রশিক্ষণ	১.৪০	১০০ জন	১.৪০ (১০০%)	১০০ জন (১০০%)
কমিটি মিটিং	৯.৬৯	২৭৩ টি	৮.৪০ (৮৭%)	২৭৩ টি (১০০%)
ওয়ার্কশপ/সেমিনার	১১.৪৪	০২ টি	১০.৫৫ (৯২%)	২ টি (১০০%)
বেতন ভাতা (কর্মকর্তা/কর্মচারী)	৭৩.৫৭	১৩ জন	৭০.৮৮ (৯৬%)	১৩ জন (১০০%)
অফিস ভাড়া	১৭.২৩	০৬টি	১৭.২০ (১০০%)	০৬টি (১০০%)
জ্বালানি ও লুব্রিকেন্ট	৪.৯৮	০৬ টি	৩.৮৩ (৭৭%)	০৬টি (১০০%)
টেলিফোন	০.৯০	০২ টি	০.৫৪ (৬০%)	০২ টি (১০০%)
অফিসের স্টেশনারী	৩.৮৯	অনেক	৩.৪৬ (৮৯%)	অনেক (১০০%)
শিক্ষা উপকরণ পরিবহণ	৬.৯৯	অনেক	৫.২৬ (৭৫%)	অনেক (১০০%)
তত্ত্বাবধান ও নিরীক্ষণ	৪.২৭	অনেক	৪.২০ (৯৮%)	অনেক (১০০%)
নিরাপত্তা	০.৬০	অনেক	০০	অনেক
মূল্যায়ন	৪.০৩	০২ টি	৪.০৩ (১০০%)	০২ টি (১০০%)
মেরামত এবং রক্ষনাবেক্ষণ	১.৪৭	০৬ সহ অনেক	০.৯২ (৬৩%)	০৬ সহ অনেক (১০০%)
ইউটিলিটি ও অন্যান্য	১১.৭০	-	১১.৬৬ (১০০%)	অনেক (১০০%)
প্রাইস কন্টিনজেন্সি	১.৮০	-	-	-
মোট	**৩০২.৯৩**	-	**২৯১.২৬**	-

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: ডিপিপি-র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৮। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে:

প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;

- প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ;

৯. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

ক। বাংলাদেশের বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকায় নির্বাচিত প্যাগোডা প্রাঙ্গণে সুবিন্যস্ত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা।

খ। দেশের বৌদ্ধ অধ্যুষিত নির্বাচিত জেলায় (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) ৬,০০০ শিশু শিক্ষার্থীকে ১০০টি প্যাগোডা ভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।

গ। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং প্রাক-প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা।

ঘ। নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক নৈতিক শৃংখলা এবং ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের সাধন করা, যা দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসবাদের বিরূদ্ধে প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রাখা।

ঙ। **‘*Women Empowerment*’ (নারীর ক্ষমতায়ন)** কে উন্নত করা/বিকাশ সাধন করা, ৮০% এর চেয়ে বেশি প্যাগোডা ভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়, যা আয়ের উৎসের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে এবং পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান শক্তিশালী করে এবং পরিশেষে লিঙ্গ বৈষম্য কমানো বা হ্রাস করে।

১০। **পটভূমি :** ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনসংখ্যা ছিল ৮,৮৯,৬৩৫। বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী যাদের বসবাস মুলত দেশের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, কুমি ল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, ঢাকা, সিলেট ও উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু জেলাতেই রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার) বৌদ্ধ বিহার রয়েছে। এই বিহারগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে। প্রাথমিকভাবে শৈশবে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধকে উন্নত করার জন্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রয়োজন যা সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সহায়ক। প্যাগোডাগুলির গুরুত্ব বুঝতে পেরে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দ্যেশে উ ন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই প্যাগোডাসমূহকে শিক্ষামূলক কেন্দ্রে হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে- “প্রত্যেক নাগরিকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে’’ উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষার গুরুত্বের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হলো: ক) সবার জন্য শিক্ষার বিশ্ব সম্মেলন (জমতিয়েন, থাইল্যান্ড, মার্চ ১৯৯০) খ) শিশুদের জন্য বিশ্ব সম্মেলন (নিউইয়র্ক, আমেরিকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯০)। উভয় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী হিসাবে বাংলাদেশ শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উভয় বিশ্ব সম্মেলন **‘‘সবার জন্য শিক্ষা’’** এর গুরুত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ একটি সার্বজনীন ঘোষণা গ্রহণ করেছে। এই সম্মেলনগুলো শিশু, প্রাপ্ত বয়স্ক এবং বয়স্ক সবার জন্য সমান শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। এই ঘোষণার সাথে সাদৃশ্য রাখতে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে ‘বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষানীতি-১৯৯০’ নামে একটি আইন প্রণয়ন করে যা বা স্তবায়িত হয়েছিল ১৯৯২ সালের জানুয়ারী থেকে। শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে **‘সবার জন্য শিক্ষা’** এর লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। এ লক্ষ্য অর্জন করতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। জাতিকে নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে সরকারের সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং রূপকল্প-২০২১ লক্ষ্যসমূহ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সমূহ অর্জন করতে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় বৌদ্ধ বিহারসমূহে পর্যাপ্ত অবকাঠামো রয়েছে যেগুলো শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালানার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। অপরদিকে, সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম এই লক্ষ্য অর্জনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

'সবার জন্য শিক্ষা' এর বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির সাথে সাদৃশ্য রেখে "সবার জন্য শিক্ষা" নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য একটি জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্ম পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সরকারের সাথে সহযোগিতা করতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ''সমন্বিত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিসত্মৃতিকরণ কার্যক্রম (আই.এন.এফ.ই.ই.এফ)'' গ্রহণ করেছে। ফলে, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাহায্যে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেশব্যাপী দ্রুত গতিতে প্রসারিত হচ্ছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সাফল্যের সাথে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১১। প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে):

বিভাগ (১)	জেলা (৫)	উপজেলা (১৭)	কেন্দ্র সংখ্যা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম,	চট্টগ্রাম সদর, পটিয়া, রাঙ্গুনিয়া, বোয়ালখালী।	১০০ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬০০০ শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক সমাপ্ত করে প্রাথমিকে ভর্তির উপযোগী করা।
	কক্সবাজার,	কক্সবাজার সদর, রামু, উখিয়া।	
	রাঙামাটি,	রাঙামাটি সদর, কাপ্তাই, কাউখালী।	
	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর, দিঘীনালা, পানছড়ি, মাটিরাঙাঙ্গা।	
	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি।	

১২। **অনুমোদন প্রক্রিয়া:** প্রকল্পটি ৩০২.৯৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনে জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ মেয়াদে গত ০৪/০২/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং ১৬/০২/২০১৫ খ্রি: তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয় । পরর্বতীতে বেশ কয়েকটি অংগের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে আন্ত :খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটির মূল ব্যয়ের মধ্যে থেকে ও মেয়াদকাল ঠিক রেখে ০৫/০৬/২০১৭ তারিখে আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে আরডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে। যা সম্পূর্ন জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

১৩. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

কর্মকর্তার নাম ও পদবি	**মেয়াদকাল**	
	শুরু	**শেষ**
জনাব ডা. মোঃ বোরহান উদ্দিন (যুগ্ম সচিব) [অতিরিক্ত দায়িত্ব]	০৪/০২/২০১৫ খ্রি:	২০/০৭/২০১৬খ্রি:
জনাব মো: হাফিজ উদ্দিন (যুগ্ম সচিব) [অতিরিক্ত দায়িত্ব]	২০/০৭/২০১৬ খ্রি:	২৬/০১/২০১৭ খ্রি:
জনাব মো: হাফিজুর রহমান (যুগ্ম সচিব) [অতিরিক্ত দায়িত্ব]	২৬/০১/২০১৭ খ্রি:	১২/১১/২০১৭ খ্রি:
জনাব মো: সাখাওয়াত হোসেন (উপসচিব) [অতিরিক্ত দায়িত্ব]	১২/১১/২০১৭ খ্রি:	৩১/১২/২০১৭ খ্রি:

১৪। প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত :

১৪.১। পরিদর্শনকৃত এলাকা: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়ীত "প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (১ম সংশোধিত) " প্রকল্প শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের রাঙামাটি ও কক্সবাজার জেলার কার্যক্রম গত ১০ -১১ জুলাই ২০১৮ তারখি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে।

১৪.২। পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ: প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক -প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প রাঙ্গামাটি জেলা , প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের বাস্তাবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষনের জন্য আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ গোলাম সরওয়ার গত ১৫/১০/২০১৭ তারিখে রাঙ্গামাটি জেলার সদর উপজেলা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ/মতামত এর আলোকে মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করা হয়নি।

১৪.৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা :** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো - প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা (নৈতিকতা শিক্ষাসহ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিক্ষার্থী তৈরী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিসহ ঝরে পড়া রোধ করা। প্রকল্পের পিসিআর , প্রকল্পভূক্ত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে উদ্দেশ্যসমূহের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন (পিসিআর)	সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন (পিসিআর)	সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ
চট্টগ্রাম বিভাগের ৫টি জেলার নির্বাচিত প্যাগোডা প্রাঙ্গণ ব্যবহার করে একটি সুসংগঠিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।	চট্টগ্রাম বিভাগের ৫টি জেলা জুড়ে নির্বাচিত প্যাগোডা প্রাঙ্গণ ব্যবহার করে ১০০ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।	ক। চট্টগ্রাম বিভাগের ৫টি জেলার নির্বাচিত প্যাগোডা প্রাঙ্গণ ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম বিভাগের নির্বাচিত প্যাগোডা প্রাঙ্গণে ১০০ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬,০০০ জন শিশুর প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ প্রদান।	১০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে, ৬০০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।	
প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা।	প্রায় ৬,০০০ জন শিশু ১০০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছে এবং তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।	খ। ১০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৬০০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক, নৈতিক শৃঙ্খলা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানপূর্বক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে।
নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়ে ধর্মীয় নৈতিক শৃঙ্খলা ও চেতনা বিকাশ করতে, যা দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অনুঘটকের কাজ করবে।	১০০টি প্যাগোডা ভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক নৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় চেতনা তৈরি করেছে।	
মহিলা ক্ষমতায়নকে বর্ধিত করতে, ৮০% প্যাগোডা ভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি মহিলা শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হবে, যা পরিবার ও সমাজে নারীর আয় বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং অবশেষে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস পাবে।	প্যাগোডা-ভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্র ৮০% মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ফলস্বরূপ, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে এবং লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে।	গ। প্যাগোডা-ভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রায় ৮০% মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। যা নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়েছে।
এ প্রকল্পের কার্যক্রম সমর্থন করতে ০৫টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে যাতে ১৩ জন নিয়োজিত জনবল পূর্ণসময়ের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং ১০০জন ব্যক্তির (৮০% এরও বেশি মহিলা) পার্ট টাইম শিক্ষক হিসেবে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং রূপকল্প-২০২১ এর সাথে যুক্ত।	এ প্রকল্পে ৫টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। পূর্ণ সময়ের জন্য ১৩ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে এবং ১০০ জন পার্ট টাইম শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে। সরকারের ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প-২০২১ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।	ঘ। এ প্রকল্পে ৫টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। পূর্ণ সময়ের জন্য ১৩ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে এবং ১০০ জন পার্ট টাইম শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে।

সূত্র: পিসিআর।

১৪.৪. মূল ডিপিপি অনুযায়ী এবং সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ এবং অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি এর বরাদ্দ এবং অগ্রগতি				অর্থছাড়	খরচ এবং বাস্তব অগ্রগতি			
	সর্বমোট	টাকা	পি.এ	বাস্তব %		সর্বমোট	টাকা	পি.এ	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১৪-১৫	৬০.০০	৬০.০০	-	১৮.০৭%	৪৫.০০	৩০.০৫	৩০.০৫	-	৯.৯২%
২০১৫-১৬	৯০.০০	৯০.০০	-	২৭.১১%	৯০.০০	৯০.০৯	৯০.০৯	-	২৯.৭৪%
২০১৬-১৭	৯৬.০০	৯৬.০০	-	২৮.৯২%	৯৬.০০	৯৬.০০	৯৬.০০	-	৩১.৬৯%

২০১৭-১৮	৮৬.০০	৮৬.০০	-	২৫.৯০%	৮৫.০৩	৭৫.১২	৭৫.১২	-	২৪.৮০%
সর্বমোট	৩৩২.০০	৩৩২.০০	-	১০০%	৩১৬.০৩	২৯১.২৬	২৯১.২৬	-	১০০%

সূত্র: পিসিআর।

*নোট : অনুমোদিত আরডিপিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩০২.৯৩ লক্ষ টাকা। বা স্তবে প্রকৃত অর্থ মুক্তি (অর্থ বিভাগ) ৩১৬.০৩ লক্ষ। তহবিলের প্রকৃত ছাড় থেকে প্রকৃত ব্যয় ২৯১.২৬ লক্ষ। ২৪.৮৬ লক্ষ টাকা আর্থিক নিয়ম অনুযায়ী ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

অর্থ ফেরত: ২০১৪-১৫ অর্থবছরে =১৪.৯৪ লক্ষ, ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে = ০.০৫ লক্ষ, ২০১৬-১৭ = ০০ লক্ষ এবং ২০১৭-১৮ = ৯.৮৭ লক্ষ। মোট ফেরত = ২৪.৮৬ লক্ষ (ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা)।

১৪.৫। **অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ভিত্তিতে ডিপিপি/আরডিপিপি'র সংস্থান ও বাস্তব অগ্রগতি:** প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬০.০০ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ৩০.০৫ লক্ষ টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৯০.০০ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ৯০.০৯ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯৬.০০ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ৯৬.০০ লক্ষ টাকা, এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮৬.০০ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ৭৫.১২ লক্ষ টাকা, প্রকল্পটির অনুকূলে মোট বরাদ্দ রয়েছে ৩১৬.০৩ লক্ষ টাকা। যার অনুকুলে প্রকৃত ব্যয় ২৯১.২৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর '১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিত অগ্রগতি ৯৬.১৫ ভাগ এবং বাস্তব অগ্রহতি ১০০ ভাগ।

১৪.৬। **প্রকল্পের ব্যয়:** অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩০২.৯৪ লক্ষ টাকা। সংশোধিত আরডিপিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩০২.৯৩ লক্ষ টাকা। অর্থ বিভাগ থেকে তহবিলের অবমুক্তি ছিল ৩১৬.০৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ছিল ২৯১.২৬ লক্ষ টাকা। যা মূল টাকার ০.৯৬% টাকা কম। বাকি ৯.৮৭ লক্ষ টাকা আর্থিক নিয়ম অনুযায়ী ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারের তহবিলে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

১৪.৭। **জনবল সংক্রান্ত:** প্রকল্প পরিচালক ১ জন (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এবং ১২ জন কর্মচারী সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১ জন সহকারী পরিচালক, ৫ জন ফিল্ড সুপারভাইজার, ১ জন হিসাব রক্ষক, ১ জন কম্পিউটার কাম মুদ্রাক্ষরিক, ২ জন অফিস সহায়ক, ১ জন ক্লিনার, ১ জন প্রহরী। এসকল জনবল প্রকল্প ফান্ড হতে বেতন ভাতাসহ অন্যান্য ধার্যকৃত সুবিধা গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও মটর সাইকেল, জ্বালানিসহ সংশ্লিষ্টগণ সরাসরি প্রকল্পের কাজের সাথে সম্পৃক্ত থেকে কার্যক্রম বাস্তবায়নে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করেন। প্রকল্প পরিচালক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর মনিটরিংয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি নিশ্চিত করেছেন এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় সমস্যা ও সংকটসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

১৪.৮। **পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় প্রচলিত আইন/বিধি অনুসরণ:**

প্রকল্প অফিসে সংরক্ষিত প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্প প্রধান কার্যালয় ও জেলা অফিসের জন্য ফার্নিচার ও অফিস ইক্যুইপমেন্ট স যেমন- ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, যানবাহন, শিক্ষা উপকরণ ও অফিসের স্টেশনারী আরএফকিউ ও ওটিএম পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।

১৪.৯। **১মসংশোধন সংক্রান্ত:** জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ বাস্তবায়নের পরে, কর্মচারীদের বেতন এবং ভাতা বর্ধিত করা প্রয়োজন হয়। ফলে, মূল ডিপিপিতে, এ খাতে ২৩.৪৪ লক্ষ টাকার পরিবর্তে আরডিপিপি এ খাত সংশোধন করে ৩৪.৭৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়। একই ভাবে ভ্রমন ভাতা ৪.৫০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৬.২৭ লক্ষ টাকা, শিক্ষামূলক কর্মসূচি বাবদ ১২৪.০৩ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ১৩১.৩৭ লক্ষ টাকা, অফিস আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামাদি বাবদ ৯.৬০ লক্ষ টাকা এর পরিবর্তে ১২.৭৭ লক্ষ টাকা, আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন ব্যয় বাবদ ২.২০ টাকার পরিবর্তে ৪.৩০ লক্ষ টাকা এবং ধর্মীয় বই মুদ্রণ ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিবিধ এবং আন্ত:খাত সমন্বয় সংক্রান্ত কারণে প্রকল্পটি ১ম সংশোধনীর প্রয়োজন হয়। যা গত ৫/০৬/২০১৭ তারিখ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় দায়িত্বে নিয়োজিত মানীয় মন্ত্রী কর্তৃক মূল ব্যয়ের (-০.৯৬) লক্ষ টাকা হ্রাসে সংশোধনী আরডিপিপি প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়।

১৪.১০। অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পটি অদ্যবধি অডিট কার্যক্রম সম্পাদন হয়নি।

১৪.১১। **ডিপিপি পর্যালোচনা:** প্রকল্পটি ৩০২.৯৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনে জানুয়ারি , ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ মেয়াদে গত ০৪/০২/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং ১৬/০২/২০১৫ খ্রি: তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয় । পরর্বতীতে বেশ কয়েকটি অংগের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে আন্ত :খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটির মূল ব্যয়ের মধ্যে থেকে ও মেয়াদকাল ঠিক রেখে ০৫/০৬/২০১৭ তারিখে আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে আরডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে। যা সম্পূর্ন জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত। প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বে কোন বেইজ লাইন সার্ভে রি পোর্ট এবং ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়নি বা এসংক্রান্ত কোন রিপোর্ট ডিপিপিতে সংযুক্ত নেই। Logical Frame work যথাযথ হয়নি। ডিপিপিতে WBS অনুসরণপূর্বক কোর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি।

১৪.১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত :** প্রকল্পটি ৩০২.৯৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনে জানুয়া রি, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর , ২০১৭ মেয়াদে গত ০৪/০২/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। অনুমোদন পরর্বতী গত ০৪/০২/২০১৫ খ্রি: তারিখে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। মোট ৪ জন প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছের। (বিস্তারিত অনু:১৩)

১৪.১৩। **প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত:** প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনায় দেখা যায় যে , প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রে জন্য নিয়োগকৃত শিক্ষকদের ৩দিনের ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ ও ১দিনের রিফ্রেশমেন্ট প্রশিক্ষণ ও ২টি বিভিন্ন কর্মকর্তা ও শিক্ষকদে র নিয়ে সেমিনার/কর্মশালা করা হয়েছে।

১৪.১৪। **সম্পাদিত কাজ:** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা (নৈতিকতা শিক্ষাসহ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিক্ষার্থী তৈরী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিসহ ঝরে পড়া রোধ করার জন্য চট্টগ্রাম বিভাগের ৫টি জেলার নির্বাচিত প্যাগোডা প্রাঙ্গণ ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ১০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৬০০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক, নৈতিক শৃঙ্খলা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানপূর্বক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় ও জেলা অফিসের জন্য ফার্নিচার ও অফিস ইক্যুইপমেন্টস যেমন- ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

১৪.১৫। প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান সংক্রান্ত কর্মশালা: গত ০২/০২/২০১৭ তারিখ চট্টগ্রাম অফিসার্স ক্লাবে প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারীগণ শিশুদের নৈতিকতা ও মেধা বিকাশে প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সম্ভাব্য সমাধানসমূহ তুলে ধরেন যা (সংযুক্ত প:পৃ ৫৪ হতে ৫৫)

১৫। প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন সংক্রান্ত :

১৫.১। **সুবিধাভোগীর মতামত:** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়ীত "প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম রাঙ্গামাটি জেলার রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই কাউখালী উপজেলার কার্যক্রম গত ০৯/০৪/১৮ এবং কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর, রামু ও চকরিয়া উপজেলার কার্যক্রম গত ১০/০৪/১৮ তা রিখ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে জেলা সহকারী, ফিল্ড সুপারভাইজা র উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পে কেন্দ্রে নিয়োজিত শিক্ষক ও সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা ও সংরক্ষিত তথ্য -উপাত্ত পর্যালোচনা করা হয়। আলোচনায় নিম্নোক্ত মতামতগুলো পাওয়া যায়:

ক। তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা:

ক। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের সকলের জন্ম সনদ সংরক্ষিত আছে;

খ। প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রদত্ত উপকরণসমূহ প্রাথমিক ভাবে পৌঁছাতে বিলম্ভ হলেও পরর্বতীতে যথাসময়ে বিতরণ করা হয়েছে এবং তা যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে;

গ। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মটর সাইকেলগুলো পাহাড়ী এলাকার জন্য যথোপযোগী নয়;

ঘ। প্রকল্পের কেন্দ্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে সদর উপজেলায় অধিকতর কেন্দ্র নির্বাচন করা হয়েছে;

ঙ। প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রগুলো পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি ক্রীড়া ও শরীর চর্চা, ছড়া, গল্প, গান, চারু ও কারু কাজ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদেরকে খুব আন্তরিকতার সাথে শেখানোর ব্যবস্থা ছিল; এবং

চ। প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম মনিটিং বৃদ্ধি করা।

খ। অভিভাবকদের মতামত:

ক। প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রেগুলোর নির্ধারিত অবকাঠামোর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

খ। শিক্ষার্থীদের সাথে কেন্দ্রে উপস্থিত অভিভাবকদের শিশু (০-৬) বছরের স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে ধারণা/সচেতনতা মূলক কার্যক্রম হতে ভালো হয় বলে অভিভাবকগণ মতামত প্রকাশ করেন।

গ। কেন্দ্রগুলোর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শৃঙ্খলা শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে; ফলে, ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক শৃঙ্খলা শিক্ষা অর্জনের জন্য এধরণের কাযৃক্রম চলমান রাখা প্রয়োজন বলে মত দেন;

ঘ। প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রেগুলোর শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন;

ঙ। ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে;

চ। কেন্দ্রগুলোতে জাতীয় পতাকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

ছ। ভাষাগত কারণে পাঠদানে সমস্যা হচ্ছে; এবং

জ। যথা সময়ে সিলেবাস প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১৫.২। প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র ও বর্ণনা:



ওনময়িং ভাবনা বৌদ্ধ বিহার প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র, ট্যাকনিক্যাল পাড়া, সদর উপজেলা, রাঙ্গামাটি।



বুদ্ধাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহার প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র, আসামবস্তী, সদর উপজেলা, রাঙ্গামাটি।



রাঙ্গাপানি মিলন বৌদ্ধ বিহার প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র, রাঙ্গাপানি, সদর উপজেলা, রাঙ্গামাটি।



প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মটর সাইকেল।

১৬। **সার্বিক পর্যবেক্ষণ:**

১৬.১ **প্রকল্প কার্যক্রমসমূহের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিক**তা রক্ষা: প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক, সামাজিক ও ভাষাগত বিকাশে উন্নয়নের মাধ্যমে শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা সাফল্যজনকভাবে চালিয়ে যেতে সহায়তা করে। সর্বশেষ শিক্ষানীতির আওতায় সরকার কর্তৃক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১ম পর্যায় ২০১৫-২০১৭ সাল হতে চালু হয়েছে বৌদ্ধ ধ র্মাবলম্বী শিশুদের অক্ষর জ্ঞানের পাশাপাশি নৈতিকতা ও ধর্ম চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় বাস্তবায়িত কাজের ইতিবাচক দিক অনস্বীকার্য। তাই এধরণের কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগসহ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তির হার বৃদ্ধি সম্ভাবনা ও সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১৬.২ **প্রকল্প শুরুতে বিলম্ব:** প্রকল্পের জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে শুরু করে নিয়োগদান পর্যন্ত দীর্ঘ সময় লাগার কারনে বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে। যা সুবিধাভোগীদের কাঙ্খিত সুফল লাভের সুযোগ বিঘ্নিত হয়। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য সংস্থা/বিভাগের পূর্ণ পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৬.৩ আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন ও সুপারিশ সংক্রান্ত: "প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (১ম সংশোধিত) " প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ের বাস্তা বায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ , পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ গোলাম সরওয়ার কর্তৃক গত ১৫/১০/২০১৭ তারিখে রাঙ্গামাটি জেলার সদর উপজেলা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে জেলার ফিল্ড সুপারভাইজার ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন পর বর্তী প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডি কে অবহিত করার নির্দেশনা থাকলেও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আইএমইডি কে অবহিত করা হয়নি।

১৬.৪ **জনবল স্বল্পতার কারণে তদারকির অভাব:** প্রকল্প সংস্থান অনুযায়ী ১ (এক) জন সুপারভাইজার প্রতি কর্ম দিবসে গড়ে ৭/৮টি কেন্দ্র পরিদর্শন করতে হয়। ভৌগলিক অবস্থান ভেদে ১ (এক) জন সুপারভাইজারের পক্ষে এতগুলো কেন্দ্র ১ দিনে পরিদর্শন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। যথাযথভাবে শিক্ষা প্রদান হচ্ছে কিনা, ছাত্র-ছাত্রী সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করছে কিনা , পাঠক্রম যথাযথ অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা এবং শিক্ষার্থীদের থেকে ফিডব্যাক নেয়া ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না।

১৬.৫ **বৌদ্ধ অবকাঠামোগত সুযোগ -সুবিধার অভাব:** পরিদর্শনকালে দেখা যায় , প্রকল্পটির আওতায় বৌদ্ধ বিহার এলাকায় বৌদ্ধ জন গোষ্ঠীর আর্থিক অসংগতির কারনে কিছু কেন্দ্রে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রগুলো খোল স্থানে কার্যক্রম পরিচালন করে থাতে। যা পাঠদানে ক্ষেত্রে ব্যবহারিত বিভিন্ন উপকরণ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সঠিক ভাবে করা মম্ভব হয় না। এবং বাংলাদেশের বৈচিত্রপূর্ণ আবহাওয়া ক্ষেত্রে বিবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে থাতে। তাই এধরণে কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যও বিকল্প ব্যবস্থা থাকা দরকার।

১৬.৬ **শিক্ষকগণের অপর্যাপ্ত সম্মানী প্রদান:** প্রকল্পটির আওতায় স্থাপিত কেন্দ্রসমূহে কর্মরত শিক্ষকগণের মাসি ক সম্মানী ভাতা বর্তমান বাজার ব্যবস্থার থেকে তুলনামূলক কম। একজন শিক্ষক কেন্দ্রে প্রতিদিন ন্যুনতম আড়াই ঘন্টা সময় শিক্ষাদানের জন্য ব্যয় করেন।

যা তার দৈনন্দিন কাজের মূল সময় থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হতে ব্যয় করা হয়। ফলে , একজন শিক্ষককে অন্য কোন কাজে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় না। সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে শিক্ষকের সম্মানীর বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

১৬.৭ **প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত:** প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য ও প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনায় দেখা যায় যে , প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাক -প্রাথমিক কেন্দ্রের জন্য নিয়োগকৃত শিক্ষকদের প্রকল্প কা লীন সময়ে ৩দিনের ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ ও ১দিনের রিফ্রেশমেন্ট প্রশিক্ষণ ও ২টি বিভিন্ন কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের নিয়ে সেমিনার /কর্মশালা করা হয়েছে। প্রাক -প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের জন্য এ স্বল্প পরিমান প্রশিক্ষণ যথেষ্ট নয়। এধরণের কার্যক্রমের সাথে নিয়োজিত শিক্ষ কদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৬.৮ **হোম ভিজিট:** শিশুদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার পাশাপাশি শিক্ষকদের নিয়মিত হোম ভিজিট করা প্রয়োজন। এতে করে, যেসব শিশুরা নিয়মিত স্কুলে যায় না তাদের জন্য ও অভিভবকদেরকে আরও সচেতন করার ক্ষেত্রে হোম ভিজিট-এর প্রয়োজন। নিয়মিত হোম ভিজিট করার কারণে একদিকে যেমন স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে আপাদের (শিক্ষক) সাথে শিক্ষার্থী ও অীভভাবকদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

১৬.৯ **কেন্দ্র নির্বাচন:** প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য ও সরেজমিনে পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, "প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি চট্টগ্রাম বিভাগের ৫টি জেলার নির্বাচিত প্যাগোডা প্রাঙ্গণ ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রগুলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে সদর জেলা ও উপজেলায় অধিক সংখ্যাক কেন্দ্র নির্বাচন করা হয়েছে। সদর জেলা ও উপজেলা শহরে অন্যান্য সকল সুবিধা দূর্গম এলাকার চেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। চট্টগ্রাম বিভাগের নির্বাচিত ৫টি জেলা ভৌগলিক ভাবে ভিন্ন। বৌদ্ধ অধ্যুষিত এ জেলার যোগাযেগ ব্যবস্থা দূর্গম ও হাওড়-বাওড়, পাহাড়ি হওয়ায় এখানকার শিক্ষার হার জাতীয় হারের কম। বৌদ্ধ অধ্যুষিত এ দূর্গম ও পাহাড়ি এলাকার শিক্ষা সুবিধা বঞ্চিত বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির বিষয় বিবেচনা করে কেন্দ্র নির্বাচন করা হয়নি।

১৭। সুপারিশ :

১৭.১ প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক, সামাজিক ও ভাষাগত বিকাশে উন্নয়নের মাধ্যমে শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা সাফল্যজনক ভাবে চালিয়ে যেতে সহায়তা করে। প্রকল্পটি কার্যক্রম ইতিবাচক বিবেচনায় এধরণের কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগসহ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তির হার বৃদ্ধি সম্ভবনা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই প্রকল্পটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন;

১৭.২ প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র খোলামেলা প্রশস্ত থাকা উচিৎ এবং কেন্দ্রগুলো পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রয়েছে এমন জায়গায় স্থাপন করলে শিশু বিকাশ কর্মকান্ড অধিক দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। সেখানে ছোট হলেও একটি খেলার মাঠ রেখে শিক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন করা যেতে পারে;

১৭.৩ প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী এবং দূর্গম ও পাহাড়ি এলাকা শিক্ষা সুবিধা বঞ্চিত বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কেন্দ্র নির্বাচন করতে হবে;

১৭.৪ শিশুদের পড়াশুনার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরীর জন্য শ্রেণি কক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ মালামাল যথাসময় সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৫ পরিবীক্ষণ ও তদারকির নিমিত্তে ও প্রকল্প এলাকা বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

১৭.৬ মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য দক্ষ শিক্ষক একটি পূর্বশর্ত। দক্ষ শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত সম্মানী ও প্রণোদনা আবশ্যিক। কেন্দ্রগুলোতে নিয়মিত বা দীর্ঘ সময় দক্ষ শিক্ষক নিয়োজিত থাকার জন্য শিক্ষকদের পারিশ্রমিক, প্রশিক্ষণ, ও উপকরণ সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৭ শিশুদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার পাশাপাশি শিক্ষকদের নিয়মিত হোম ভিজিট করা ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন । এতে করে, অভিভবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি হবে;

১৭.৮ দ্রুত সময়ের মধ্যে অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

১৭.৯ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.১০ প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর সাথে যোগাযোগপূর্বক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

১৭.১১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগীতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৭.১২ বেশিরভাগ পরিবার দরিদ্র ও নিম্নআয়ের কর্মজীবী হওয়ার কারণে শিশুর প্রয়োজনীয় প্রোটিন যুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়না। শিশুরাউদ্দীপিত ও শিখন উপোযোগী রাখার জন্য শিশুদের হালকা টিফিন-এর ব্যবস্থা করা দরকার;

১৭.১৩ আইএমইডি কর্তৃক গত ১৫/১০/২০১৭ প্রেরিত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ/মতামত এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা দ্রুত এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

১৭.১৪ প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রগুলোর নির্ধারিত অবকাঠামোর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক উপযোগী শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে হবে;

১৭.১৫ শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের জন্য শিশু (০-৬) বছরের স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে ধারণা/সচেতনতামূলক কার্যক্রম রাখা যেতে পারে;

১৭.১৬ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।